" শেখ হাসিনা উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ "

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর
সদর দপ্তর ভবন, ঢাকা-১২২৯
ফোনঃ +৮৮ ০২ ৮৯০০৩১০, ৮৯০০৫১০
e-mail: cepbreb@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০০৮.০৬.০০৫.১৭/৬৫৬

তারিখঃ ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
১৫ মে, ২০১৭ খ্রষ্টাব্দ।

বিষয় ঃ দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বাপবিবোর্ডের বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধীকারীগণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরনী।

সূত্র ঃ প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তরের স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০০৮.০৬.০০৫.১৭/৫৯০;তারিখঃ৩০.৪.২০১৭খ্রিঃ

বাপবিবোর্ডের বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ কাজে বিভিন্ন পর্যায় হতে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বাপবিবোর্ডের বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারীগণের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাপবিবোর্ডের সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পবিস ব্যবস্থাপনা), প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ), নির্বাহী পরিচালক, সকল প্রকল্প পরিচালক, সদর দপ্তরস্থ বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তরের পরিচালক, ঢাকা জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি	ঃ	মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন, চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড।
স্থান	ঃ	ব্রিগেডিয়ার সবিহ উদ্দিন আহমেদ হল, সদর দপ্তর ভবন (২য় তলা), নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
তারিখ	ঃ	০৩ মে, ২০১৭ খ্রিঃ, বুধবার।
সময়	ঃ	বিকাল ৫ঃ০০ ঘটিকা।
উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-'ক' এ সংযুক্ত।

২॥ সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। শুরুতে প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) কর্তৃক বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের তথ্য উপস্থাপিত হয়। এরপর সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) কর্তৃক সভা আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আলোচ্যসূচীর Overview উপস্থাপন করা হয়।

৩.১॥ আলোচনার প্রারম্ভে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৩৫ হাজার কিলোমিটার লাইন নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত ২৯ হাজার কিলোমিটার নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জুন'১৭ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

৩.২॥ চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫৫০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত প্রায় ৭৭% অর্থ ব্যবহার হয়েছে। বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নির্মাণ কাজের দর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঠিকাদার বিল দাখিলের পর যথাসম্ভব দ্রুত বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। গ্রাহক সংযোগের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। মাসে ৩ থেকে ৫ লক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এত ভাল কাজের মাঝেও একটি খুত রয়ে গেছে। এই খুত এর কারনে মন্ত্রণালয়ে ও বিভিন্ন কমিটির সভায় বাপবিবোর্ডের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। দুর্নীতি নামের এই খুত থেকে সকলকে বেরিয়ে আসতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৩.৩॥ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাপবিবোর্ড পুরস্কৃত হয়েছে। উপজেলাভিত্তিক শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৬ টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্নের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আরো ৩১ টি উপজেলা উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত আছে। ২০১৭ সালের মধ্যে ১৬৬ টি এবং ২০১৮ সালের মধ্যে ২৪৭ টি অর্থাৎ মোট ৪৬০ টি উপজেলা ২০১৮ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। "শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)" এবং "শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

(রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ)"-শীর্ষক প্রকল্প দু'টি যথাশীঘ্র একনেক-এর অনুমোদন লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ প্রকল্প দু'টোর বিপরীতে টেন্ডারিং কার্যক্রম চলছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

৩.৪॥ দুর্নীতি নির্মূলে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চুক্তি/কার্যাদেশের সময়সীমা কমানো হয়েছে। সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এলাকায় ৫০ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে; অনবরত মাইকিং করা হয়েছে; স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন পর্যায় হতে ঠিকাদার ও তাদের কর্তৃক নিয়োজিত লোকবলের মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। Sub-Contract-এর মাধ্যমে কাজ সম্পাদনসহ Sub-Contractor-দের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ দুর্নীতি বন্ধে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারীগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। মূল সময়সীমার মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। Sub-Contract- দেওয়া হলে চুক্তি বাতিল করা হবে। প্রতিষ্ঠানে কোন দুর্নীতিপরায়ন লোক কর্মরত থাকলে তাকে বাদ দিতে হবে। ঠিকাদারের লোকবল দুর্নীতি করলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে Debar করা হবে এবং মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করা হবে। বর্তমানে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে। এ দুর্নীতি করার জন্য ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন করা হয়নি। এ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সমাজের সকল শ্রেনীর মানুষের কাছে আবারো সহযোগিতা চাওয়া হবে। সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এলাকায় মাইকিং করা হবে, লিফলেট বিতরণ করা হবে, স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসায় বিশেষ প্রচারণা চালানো হবে-মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।

৩.৫॥ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হতে দুর্নীতিবিরোধী-এ কার্যক্রমে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়। প্রতিষ্ঠান বন্ধ না করে প্রতিষ্ঠানের অভিযুক্ত লোকবলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য কয়েকটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লাইন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নসহ মালামালের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় লোকজন/লেবার নিয়োজিত করতে হয়। তাদের মাধ্যমে মাঝে মধ্যে ২/১ টি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যায়। এরূপ অভিযোগ পাওয়ামাত্র তারা সংশ্লিষ্ট লোক/লেবার-কে প্রতিষ্ঠান হতে ছাটাই করেন। কিন্তু বাপবিবোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মালিকানাধীন সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা ব্যক্ত করে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপরীতে আরোপিত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য ঠিকাদারগণ অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে কেস টু কেস পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।

৩.৬॥ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ হতে সভায় জানানো হয় যে, মালিকগণ তাদের নিয়োজিত সকল লোকবল/লেবারদের ডেকে সকল ধরনের অবৈধ অর্থ লেনদেন না করার নির্দেশনা প্রদান করবেন। পাশাপাশি তারা নিজেরা তাদের লোকবলের উপর নিবিড় নজরদারি রাখবেন। কোন ধরনের অনৈতিক কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হলে তাকে সাথে সাথে চাকুরিচ্যুত/বাদ দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠানের কোন মালিক যদি দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তারা তা মাথা পেতে মেনে নেবেন। এছাড়া, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ হতেও পৃথক ভাবে দুর্নীতি বিরোধী প্রচারনা চালানো হবে মর্মে ঠিকাদারগণ সভায় অবহিত করেন।

৪.০॥ **সিদ্ধান্ত** ঃ সার্বিক পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.১॥ চুক্তির মূল সময়সীমার মধ্যে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে না।	সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান; উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান; পবিস; প্রকল্প বিভাগ; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী; প্রকল্প পরিচালক।
৪.২॥ কোন স্বত্ত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমানিত হলে তার মালিকানাধীন সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে Debar করা হবে।	সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান; প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর।
৪.৩॥ ঠিকাদারের কোন লোকবলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে Debar করা হবে।	সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান; প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর।

	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.৩॥	স্বত্ত্বাধিকারীগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত লোকবলকে নিবিড় তদারকিতে রাখবেন। দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ডে কোন ব্যক্তির সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপসারণ করতঃ প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান;
৪.৭॥	চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজে কাজ না করে Sub-Contract দেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট চুক্তি বাতিল করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে Debar করা হবে।	সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান; উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান; পবিস; প্রকল্প বিভাগ; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী; প্রকল্প পরিচালক।
৪.৫॥	একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি আরোপের বিষয়গুলো কেস টু কেস পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।	প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর।
৪.৬॥	বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের প্রলোভন দেখিয়ে সংযোগ প্রত্যাশীগণের নিকট হতে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে বাপবিবোর্ড/পবিস-এর পাশাপাশি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারীগণ কর্তৃক প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।

৫.০॥ আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন)
চেয়ারম্যান

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ সদয় অবগতির জন্য।

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিববালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। মাননীয় সভাপতির একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সর্ম্পকিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
৪। সচিব মহাদয়েরএকান্ত সচিব,বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ প্রযোজ্যতা অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।

১। সদস্য (অর্থ/প্রশাসন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ বিতরণ ও পরিচালন/ পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ)/নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস: ডিসিএসডি / ১.৫ এমসিসিপি/ ১.৮ এমসিসিপি/ আরইইউপি/১০০% ডিএনইএস (ডিএমসিএস/ আরআরকেবি), বাপবিবো, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, আরইই-ডিডিপি-২/সিএসডিপি-২/আরআরডিপি-২/কেডিপি-২/ বিডিপি-২/ এসডিপিএন্ডআইডি/ ইউআরআইডিএস(ডিএমসিএস/আরআরকেবি)/৭০,০০০ওএলডিটি/২.৫এমসিসিপি/ প্রি-প্রেমেন্ট ই-মিটারিং/ টিএপিপি, বাপবিবো, ঢাকা।
৪। পরিচালক (এমপিএসএস/এসইএন্ডডি/ সিএসএন্ডএম/ কার্যক্রম পরিকল্পনা/ সিস্টেম অপারেশন (কেঃঅঃ)/ আইটি/ প্রশিক্ষণ/ পবিস উঃওপঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/ দঃঅঃ), পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/ সিলেট জোন/ (গ্রীড ও উপকেন্দ্র/ জেনারেশন এন্ড এনার্জি অডিট), বাপবিবো।
৬। নির্বাহী প্রকৌশলী,উপকেন্দ্র নির্মাণ বিভাগ/ গ্রীড এন্ড ট্রান্সমিশন বিভাগ/ সকল প্রকল্প বিভাগ, বাপবিবো।
৭। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, ----------পবিস-১/২/৩/৪।
৮। স্থানীয় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, সকল পবিস।
৯। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, মেসার্স----------।